توضیح القرآن

آسان ترجمۂ قرآن

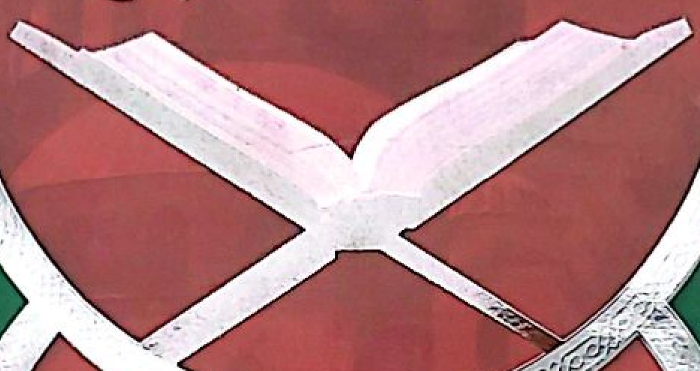

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতেহা - সূরা তাওবা

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ইমাম ও খতীব: পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত ও দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى . اَمَّا بَعْدُ .

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিক্‌র ও ফিক্‌র, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্টমানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবুল করে নিন এবং একে দীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

بندہ

محمد تقی عثمانی عفی عنہ

نزیل حال ڈھاکا

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)

ঢাকায় অবস্থানকালে

২৯ জুমাদাউল উলা ১৪৩১ হিজরী

৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

অন্যান্য খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা ইউনুস
সূরা হূদ
সূরা ইউসুফ
সূরা রা'দ
সূরা ইবরাহীম
সূরা হিজ্‌র
সূরা নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা কাহ্‌ফ
সূরা মারয়াম
সূরা তোয়া-হা
সূরা আম্বিয়া
সূরা হাজ্জ
সূরা মুমিনূন
সূরা নূর
সূরা ফুরকান
সূরা শুআরা
সূরা নামল
সূরা কাসাস
সূরা আনকাবুত

তৃতীয় খণ্ড

সূরা রূম
সূরা লুকমান
সূরা সাজদা
সূরা আহযাব
সূরা সাবা
সূরা ফাতির
সূরা ইয়াসীন
সূরা আস-সাফফাত
সূরা সোয়াদ
সূরা যুমার
সূরা মুমিন
সূরা হা-মীম সাজদা
সূরা শূরা
সূরা যুখরুফ
সূরা দুখান
সূরা জাছিয়া
সূরা আহকাফ
সূরা মুহাম্মাদ
সূরা ফাত্‌হ
সূরা হুজুরাত
সূরা কাফ
সূরা যারিয়াত
সূরা তূর
সূরা নাজ্‌ম
সূরা কামার
সূরা আর-রাহমান
সূরা ওয়াকিয়া
সূরা হাদীদ
সূরা মুজাদালা
সূরা হাশর
সূরা মুমতাহিনা
সূরা সফ্‌ফ
সূরা জুমুআ
সূরা মুনাফিকূন
সূরা তাগাবুন
সূরা তালাক
সূরা তাহরীম
সূরা মুলক
সূরা কলাম
সূরা আল-হাক্কা
সূরা মাআরিজ
সূরা নূহ
সূরা জিন
সূরা মুয্‌যাম্মিল
সূরা মুদ্দাছ্‌ছির
সূরা কিয়ামাহ
সূরা দাহ্‌র
সূরা মুরসালাত
সূরা নাবা
সূরা নাযিআত
সূরা আবাসা
সূরা তাকবীর
সূরা ইনফিতার
সূরা তাতফীফ
সূরা ইনশিকাক
সূরা বুরূজ
সূরা তারিক
সূরা আলা
সূরা গাশিয়াহ
সূরা ফাজর
সূরা বালাদ
সূরা শামস
সূরা লায়ল
সূরা দুহা
সূরা ইনশিরাহ
সূরা তীন
সূরা আলাক
সূরা কাদর
সূরা বায়্যিনা
সূরা যিলযাল
সূরা আদিয়াত
সূরা কারিআ
সূরা তাকাছুর
সূরা আসর
সূরা হুমাযা
সূরা ফীল
সূরা কুরাইশ
সূরা মাউন
সূরা কাওসার
সূরা কাফিরূন
সূরা নাসর
সূরা লাহাব
সূরা ইখলাস
সূরা ফালাক
সূরা নাস
দু'আ
ঘোষণা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেবের ভূমিকা	১৭
কুরআনুল কারীমের কতিপয় হক ও আদব	১৭
কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন	২৬
ওহী কি ও কেন?	৩৭
সূরা ফাতিহা	৫৭
সূরা বাকারা	৬১
সূরা আলে-ইমরান	২০৩
সূরা নিসা	২৭১
সূরা মায়েদা	৩৪৯
সূরা আনআম	৪০৫
সূরা আ'রাফ	৪৭১
সূরা আনফাল	৫৪৫
সূরা তাওবা	৫৮০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমাদের উপর কুরআন মাজীদের বহু হক রয়েছে। তারমধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ নিম্নরূপ–

১. কুরআন মাজীদের প্রতি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে ঈমান আনা।

এ ঈমানের কয়েকটি দিক আছে, যথা–

(ক) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন। এ কিতাব যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এর প্রতিটি বাণী সত্য, এবং প্রতিটি শিক্ষা যথার্থ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক উজ্জ্বল আলো যা ছাড়া অন্ধকার থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নেই। এই কুরআন এক আসমানী পথনির্দেশ যা ছাড়া বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই। এই কুরআন হল ফুরকান যা সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায় ও সুপথ-কুপথের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্যকারী। এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, নাযিলের সময় থেকে আজ অবধি এ কিতাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, বর্তমানে গ্রন্থাকারে যে কুরআন আমাদের হাতে আছে, যা সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা নাস এ সমাপ্ত হয়েছে, এটাই আল্লাহ তা'আলার সেই কিতাব যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং এর ভাব ও ভাষা এবং এর বিধান শিক্ষা ও তা পালনের পদ্ধতি, যা কিছু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পালনকর্তার আদেশে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন সবকিছু হুবহু সংরক্ষিত আছে।

(খ) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের হিদায়াত ও সফলতা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। যে ব্যক্তি এ কুরআনকে নিজের দিশারী ও আদর্শ রূপে গ্রহণ করবে দোজাহানের সফলতা কেবল তারই নসীব হবে।

(গ) কুরআনের প্রতি ঈমান কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হবে। কুরআন মাজীদের কিছু বিধান মানা ও কিছু না মানা এবং কুরআন মাজীদকে জীবনের ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্তদাতা বলে স্বীকার করা, ক্ষেত্রবিশেষে স্বীকার না করা, সম্পূর্ণ কুফরী আচরণ। গোটা কুরআনকে অস্বীকার করা যে পর্যায়ের কুফর এটাও ঠিক সে রকমেরই কুফর।

(ঘ) কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটিও শর্ত যে, তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক হতে হবে, যে শিক্ষা মহান সাহাবীগণ হতে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে। সুতরাং কোন আয়াতকে তার প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা সর্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যার পরিবর্তে নতুন কোনও ব্যাখ্যায় গ্রহণ করলে সেটা কুরআন মাজীদকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর এবং সেই রকমেরই কুফ্র বলে গণ্য হবে।

(ঙ) এই আকীদাও কুরআনের প্রতি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হেদায়াতের সর্বশেষ ও সর্বকালীন কিতাব। যা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাবে প্রদত্ত শরীয়ত আখেরী আসমানী শরীয়ত। এবং এ কিতাব ও শরীয়ত চিরন্তন ও সর্বকালীন। এ শরীয়ত হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়েছেন। দেশ-কাল-ভাষা-জাতি-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য কুরআনের উপর ঈমান আনা এবং এর বিধান মেনে চলা আবশ্যক। কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের চিরন্তন শিক্ষা ও নির্দেশাবলী নিজের মাঝে শামিল করে নিয়েছে। কুরআনুল কারীম একই সাথে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষক। সেগুলো আসমানী গ্রন্থ হওয়ার বিষয়টিকে কুরআন সমর্থন করে আবার এ গ্রন্থগুলোতে কৃত বিকৃতিকারীদের বিকৃতি নির্দেশ করে দিয়ে সেগুলোর মৌলিক শিক্ষা ও হেদায়াতের সংরক্ষণও করে। কুরআনুল কারীম ও কুরআনুল কারীমে প্রদত্ত শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়তসমূহকে রহিত করে দিয়েছেন। এখন হেদায়াত ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র উপায় কুরআনুল কারীম ও কুরআনুল কারীমে প্রদত্ত শরীয়তের অনুসরণ।

মুমিন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সকল আসমানী গ্রন্থ ও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সকল আসমানী শরীয়তের উপর ঈমান রাখে এবং সেগুলোকে 'হক' মনে করে। পাশাপাশি সে কিতাবগুলোতেই উল্লেখিত স্পষ্ট বিবৃতি এবং কুরআন ও কুরআনের নবীর স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে এই বিশ্বাসও পোষণ করে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে এই কিতাব ও শরীয়তসমূহের উপর আমল করার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন আমল শুধু কুরআন ও কুরআনে প্রদত্ত শরীয়তের উপর হবে। তদ্রূপ কুরআন ও কুরআনের নবীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তারা এ বিশ্বাসও রাখে যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়তসমূহ সংরক্ষিত থাকেনি। তাতে শব্দ ও অর্থগত অসংখ্য বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।[১]

---

১. বাইবেল, কিতাবুল মুকাদ্দাস, মঙ্গলবার্তা অথবা ইঞ্জিল শরীফ নামে ইহুদী ও খৃস্টানরা যে গ্রন্থগুলো প্রকাশ করে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তাওরাত, যাবূর বা ইঞ্জিল নয়। এগুলো পরবর্তী কারো রচনা। কিন্তু এ রচনাগুলোর মূলকপিও তাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এ গ্রন্থগুলো যাদের রচনা বলে দাবি করা হয় তাদের পর্যন্তও কোনো 'মুত্তাসিল সনদ' বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিদ্যমান নেই। এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য বাইবেল ও বর্তমান খৃস্টবাদ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যেতে পারে। যেমন রহমতুল্লাহ কিরানাভী রহ.-এর রচনাবলি, বিশেষত 'ইযহারুল হক'। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুম রচিত 'ইসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়'। (এর চমৎকার অনুবাদ করেছেন হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম। 'খৃস্টধর্মের স্বরূপ' নামে বইটি=

২. কুরআন মাজীদের আদব ও সম্মান রক্ষা করা

কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা, তেলাওয়াত করা, শোনা, লেখা ও রেখে দেওয়া ইত্যাদি কাজসমূহ আদব ও ওযু সহকারে করা, কুরআন সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় এবং এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে আদব রক্ষায় যত্নবান থাকা, সামান্যতম বেআদবী হয় কিংবা কিছুমাত্র অমর্যাদা প্রকাশ পায় এ জাতীয় আচরণ ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, মোটকথা অন্তরকে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভক্তি-ভালোবাসায় পরিপুষ্ট রাখা, এবং সর্বতোভাবে আদব-ইহতিরাম বজায় রাখা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

৩. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত

এটি পবিত্র কুরআনের একটি স্বতন্ত্র হক এবং আল্লাহ তা'আলার অতি বড় এক ইবাদত। এর বহু আদব রয়েছে। প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সে যথাযথ আদব রক্ষা করে প্রতিদিন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে।

তাজবীদের সাথে পড়া, মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং পাঠরীতির অনুসরণ করা তিলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আজকাল এ ব্যাপারে চরম উদাসিনতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বোঝার জন্য সময় বের করা হয়, কিন্তু তেলাওয়াত সহীহ করার জন্য মশক করা কিংবা মশ্কের জন্য সময় বের করার প্রয়োজন মনে করা হয় না। যেন মানুষের কাছে কুরআনের তেলাওয়াত সহীহ করা অপেক্ষা অর্থ বোঝাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত, কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কাজই হল অবিলম্বে কুরআনের শিক্ষার ফরযসমূহের উপর আমল শুরু করে দেওয়া এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন-তেলাওয়াত শেখার জন্য মেহনতে লেগে পড়া।

এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় অনেকে কুরআনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য তো সময় ব্যয় করে, কিন্তু কুরআন শেখার ও তাজবীদের সাথে তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সময় দিতে চায় না। এটাও এক মারাত্মক অবহেলা।

আরও লক্ষ্য করা যায় যে, সহী-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত জানা সত্ত্বেও অনেকে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে না কিংবা তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্যই দেয় না। আর এক্ষেত্রে তাদের বাহানা হল দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততা। বলা বাহুল্য এটাও গুরুতর অবহেলা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন-তেলাওয়াত-সংক্রান্ত যাবতীয় অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন-আমীন।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর নব্যপন্থী এমন এক ফিৎনার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কুরআন-তিলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস করার কিংবা তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাদের মতে অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করার কোনও ফায়দা নেই; বরং এরূপ তেলাওয়াত একটি গুনাহের কাজ (নাউযুবিল্লাহ)। কে তাদেরকে বোঝাবে যে,

---

মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে) এবং মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল মতিন ছাহেব কৃত 'বাইবেল বিকৃতি : তথ্য ও প্রমাণ' ও 'খৃষ্টবাদ বিকৃতি : তথ্য ও প্রমাণ'। সকল আলেম, ইমাম ও খতীবের এ বইগুলো পড়া উচিৎ। (আবদুল মালেক)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ.

কিছু বন্ধুর অনুরোধে আমাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ভূমিকা লিখতে হয়েছে, যা আমার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং ছাপার কাজও শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় পুনরায় একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমলটি কবুল করুন। আমাদের জন্য তা সা'আদত ও সৌভাগ্যের কারণ বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে কুরআন ওয়ালা বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কুরআন মাজীদের কয়েকটিমাত্র হক আলোচনা করা হয়েছিল। কুরআন মাজীদের হক তো অনেক। মৌলিক হকগুলোরও সব কয়টি ঐ আলোচনায় আসেনি। যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হিফযে কুরআন। এ সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করছি :

হিফযে কুরআন

কুরআন মাজীদের যতটুকু সম্ভব হিফয করা, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্তদের হিফয করানো এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে হিফযে কুরআনের প্রচলন ও ব্যবস্থা করা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

হাদীস শরীফে কুরআন শেখা ও তার শেখানোর যে তাকীদ আছে তার উপর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আমল করেছেন যে, প্রথমে বারবার শুনে আয়াতটি মুখস্থ করেছেন এরপর তার মর্ম ও বিধান শিক্ষা করেছেন।

এখন আমাদের মাঝে হাফেযের সংখ্যা কম নয়; তবে তুলনা করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষ হিফযে কুরআনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এর মৌলিক কারণ তিনটি : প্রথম কারণ তো ঈমানের কমযোরি ও কুরআনের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হাফেয হওয়া শিশুদের কাজ। সুতরাং শৈশবে যদি অভিভাবকরা হিফযখানায় ভর্তি করেন তাহলেই শুধু হাফেয হওয়া যায়; অন্যথায় যায় না। তৃতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হয় পূর্ণ কুরআনের হাফেয হও, নতুবা কেবল এতটুকু মুখস্থ কর যে, কোনোমতে নামাযগুলি আদায় করা যায়। মাঝামাঝি কোনো ছুরত নেই!!

আসলে হিফযের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ হিফযে কুরআনের নিয়ত করতে পারে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ কুরআনের হাফেযও হয়ে যেতে পারে। আর পুরা কুরআন হিফয করা সম্ভব না হলেও শুধু নামায আদায়ের পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; বরং যত বেশি সম্ভব হিফয করতে থাকাই হল মুমিনের শান ও সৌভাগ্য। বরং ঈমানের দাবি তো এই যে, প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ পরিবারে এই নীতি নির্ধারণ করবে যে, আমরা পরবর্তী জীবনে

যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন আমাদের সূচনা ও ভিত্তি হবে কুরআন। ঈমান ও কুরআন শেখার পরই শুধু আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য কোন শিক্ষা প্রদান করব বা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত করব। আমাদের এক বন্ধু (ভাই সেলিম সাহেব) আমাকে বলেছেন, ১৪২৮ হিজরীর হজের সফরে আবদুর রহমান নামক একজন সুদানী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, যিনি একজন এ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিয়াদে কর্মরত। তিনি তাঁকে বলেছেন, 'দীর্ঘ কয়েকশ বছর যাবৎ আমাদের খান্দানের ঐতিহ্য হল, আমরা যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত হই না কেন প্রথমে আমাদের হাফেযে কুরআন হতে হয়। তাই আমাদের খান্দানের প্রত্যেকে, সে পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুক, হাফেযে কুরআন।'

আমাদের দেশেও এর নজির আছে। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব রহ.-এর সকল সন্তান ও নাতি-নাতনি সবাই হাফেয এবং মাশাআল্লাহ এদের নতুন প্রজন্ম হাফেযে কুরআন হওয়াকে খানদানের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরব ও আজমের এই ব্যক্তিদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। হিফযে কুরআন যেন হয় আমাদেরও খান্দাদের পরিচয় চিহ্ন। আমীন!

হিফযে কুরআন সম্পর্কে 'মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিছার' (হাদীসের আলো)র ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ ঐ আলোচনাটিও পাঠ করতে পারেন।[২]

এখানে আমি শুধু কুরআন বোঝার চেষ্টা ও তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করতে চাই।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. সূরা নিসার বিরাশি নম্বর (৪/৮২) আয়াতের আলোচনায় লেখেন, 'প্রতিটি মানুষ কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক এটিই কুরআনের দাবি। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদ (বা বড় বড় আলিমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ের মতোই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।...

সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও ভালবাসা এবং আখিরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলিমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেয় নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নিবে। (মাআরিফুল কুরআন ২/৪৮৮)

কোনো কোনো বুযুর্গ মনে করেন যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন ছাড়া কুরআন মাজীদের তরজমা পাঠ করা ক্ষতিকর এবং এজন্য তা পরিহার করা উচিত। তাঁদের কথা একেবারে কারণহীন নয়। বর্তমানে তরজমা পাঠের বেশ প্রচলন আছে,

---

২. এখন এ কিতাবের পরিমার্জিত সংস্করণ মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।